হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)
উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং ৪৪৮৫/২০১৭

মোহাম্মদ জিয়াউল হক
----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র ও অন্য
------প্রতিপক্ষদ্বয়

এ্যাডভোকেট উপস্থিত নাই
---সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ আসিফ হাসান
----------দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে

এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকার এ্যাটনী জেনারেল

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল
-- --রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানী তারিখঃ ০৬.০২.২০২৩ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১৪.০২.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ দায়রা জজ ও পদাধিকার বলে সিনিয়র স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল, চাঁদপুর কর্তৃক স্পেশাল মামলা নং- ০৪/২০১০-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৬.০৬.২০১৪ তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী আপীল।

অত্র মোকদ্দমাটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরন এই যে,

বিজ্ঞ দায়রা জজ ও পদাধিকার বলে সিনিয়র স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল, চাঁদপুর কর্তৃক স্পেশাল মামলা নং ০৪/২০১০ (দন্ডবিধির ৪০৮/৪২০ যাহা দুর্নীতি দমন আইন, ২০০৪ এর তপছিলভুক্ত) মোকদ্দমায় বিগত ইংরেজী ২৬.০৬.২০১৪ তারিখে প্রদত্ত সাজা প্রদানের রায় ও আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে আপীলকারী মোহাম্মদ জিয়াউল হক কর্তৃক অত্র আপীলটি দায়ের করলে বিগত ইংরেজী ২৩.০৫.২০১৭ তারিখে শুনানীর জন্য গৃহীত হয়।

রাষ্ট্রপক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, গ্রামীন ব্যাংক গোহাট (দক্ষিণ) কচুয়া শাখা, কচুয়া, চাঁদপুর এর কেন্দ্র ব্যবস্থাপক অত্র আপীলকারী মোঃ জিয়াউল হক এবং মোঃ মোসারফ হোসেন চৌধুরী কেন্দ্র ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত থাকাকালে বিগত ইংরেজী ০৯.০৯.২০১৩ তারিখ হতে ১৩.০৫.২০০৭ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন সময় গ্রামীন ব্যাংকের উক্ত শাখার সদস্যদের

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		নামে ভুয়া ঋণ বিতরন, চেক জালিয়াতি এবং নগদ টাকা গ্রহন করে ব্যাংকে জমা না দিয়ে মোঃ জিয়াউল হক ৪,৪৮,৫০১/- টাকা এবং মোঃ মোসারফ হোসেন চৌধুরী ৩,০৭,১৭১/- টাকা সর্বমোট ৭,৫৫,৬৭২ /- টাকা আত্মসাৎ করেছে। আত্মসাৎ করায় মোঃ শাহ আলম ব্যবস্থাপক গ্রামীন ব্যাংক গোহাট (দঃ) কচুয়া শাখার ম্যানেজার বিগত ইংরেজী ১৫.০৫.২০০৯ তারিখে কচুয়া থানায় লিখিত এজাহার দায়ের করলে থানায় মামলাটি রুজু করে। মামলাটি দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক তদন্তযোগ্য হওয়ায় পুলিশ সুপার, চাঁদপুরের মাধ্যমে জেলা দুর্নীতি দমন অফিসে প্রতিবেদন প্রেরন করেন। দুর্নীতি দমন কমিশন মামলাটির তদন্ত কাজ সম্পন্ন করে আসামীদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪০৮/৪২০ ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি দমন প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অভিযোগ দাখিল করেন। মামলাটি বিচারের জন্য অতঃপর ট্রাইব্যুনালে প্রেরন করলে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল আসামীদের বিরুদ্ধে বিগত ইংরেজী ২৫.০৫.২০১০ তারিখে দন্ডবিধি ৪০৮/৪২০ ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি দমন আইনের ৫(২) ধারার অপরাধ বিচার আমলে গ্রহন করে এবং বিগত ইংরেজী ০৪.০৭.২০১২ তারিখে আসামীদ্বয়ের অনুপস্থিতিতে তাদের বিরুদ্ধে ৪০৮/৪২০ ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি দমন আইনের ৫(২) ধারা মোতাবেক অভিযোগ গঠন করেন। আসামীদ্বয় পলাতক থাকায় অভিযোগ পাঠ করে শুনানো সম্ভব হয়নি। দন্ডবিধি ২১ ধারা এবং Criminal Amendment Act, 1958 এর ২(বি) ধারার বিধান অনুসারে গ্রামীন ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ সরকারী কর্মকর্তা না হওয়ায় ফলে ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি দমন আইন ৫(২) ধারা আসামীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবেনা বিধায় আদালত বিগত ইংরেজী ০৪.০৭.২০১২ তারিখে গঠিত চার্জ পুর্নগঠনক্রমে আসামীদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪০৮/৪২০ (যা দুর্নীতি দমন আইন ২০০৪ এর তফছিলভুক্ত) ধারা মোতাবেক অভিযোগ গঠন করেন। আসামীদ্বয় পলাতক থাকায় তাদেরকে গঠিত অভিযোগ পাঠ করে শুনানো সম্ভব হয়নি। রাষ্ট্রপক্ষ আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমানার্থে অভিযোগপত্রে উল্লেখিত ১৭ জন সাক্ষীকে ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপন করে পরীক্ষা করে। আসামীদ্বয় পলাতক থাকায় সাক্ষীদেরকে জেরা করা হয় নাই এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারা মোতাবেকও পরীক্ষা করাও সম্ভব হয় নাই। রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত মামলার সাক্ষ্য প্রমানাদির ভিত্তিতে বিচার বিশ্লেষন পূর্বক বিজ্ঞ বিশেষ দায়রা জজ এবং সিনিয়র স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল, চাঁদপুর বিগত ইংরেজী ২৬.০৬.২০১৪ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশে আসামী মোঃ জিয়াউল হক (পলাতক) ও মোঃ মোসারফ হোসেন চৌধুরী (পলাতক) এর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪০৮/৪২০ (যা দুর্নীতি দমন আইন ২০০৪ এর তফছিলভুক্ত) ধারার অভিযোগে দোষী সাব্যস্তক্রমে প্রত্যেককে ৫(পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড ও ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ২(দুই) মাস কারাদন্ড এবং দন্ডবিধির ৪২০ (যা দুর্নীতি দমন আইন ২০০৪ এর তফছিলভুক্ত) ধারার অভিযোগে দোষী সাব্যস্তক্রমে প্রত্যেককে ৪(চার) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড ও ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ২(দুই) মাস কারাদন্ড প্রদান করেন এবং উভয় সাজা একসংগে চলবে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। আসামী মোঃ জিয়াউল হক কর্তৃক আত্মসাৎকৃত ৪,৪৮,৫০১/- টাকা এবং আসামী মোঃ মোসারফ হোসেন চৌধুরী কর্তৃক আত্মসাৎকৃত ৩,০৭,১৭১/- টাকা তাদের নিকট হতে আদায়ের

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

শর্তে গ্রামীন ব্যাংক, গোহাট দক্ষিণ, কচুয়া শাখা, চাঁদপুর বরাবর বাজেয়াপ্ত করেন।

বিজ্ঞ দায়রা জজ ও সিনিয়র স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল, চাঁদপুর কর্তৃক উপরিল্লিখিত রায় ও আদেশে সংক্ষুদ্ধ হয়ে অত্র আপীলকারী মোঃ জিয়াউল হক বর্তমান আপীলটি দাখিল করেন।

আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত।

অপরদিকে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আসিফ হাসান, দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন এবং রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল এবং এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী আপীল দরখাস্ত ও নথী পর্যালোচনা করলাম। দুর্নীতি দমন কমিশন ও রাষ্ট্র পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেটগনের যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ দায়রা জজ ও পদাধিকার বলে সিনিয়র স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল, চাঁদপুর কর্তৃক স্পেশাল মামলা নং- ০৪/২০১০-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৬.০৬.২০১৪ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলো।

রাষ্ট্র পক্ষের মামলার বিবরন সংক্ষেপে এই যে, গ্রামীন ব্যাংক গোহাট (দক্ষিন) কচুয়া শাখা, পোষ্ট অফিস রহিমানগর বাজার, উপজেলা- কচুয়া, জেলা- চাঁদপুর মোঃ জিয়াউল সাবেক কেন্দ্র ব্যবস্থাপক এবং মোঃ মোসারফ হোসেন চৌধুরী কেন্দ্র ব্যবস্থাপক হিসাবে গ্রামীন ব্যাংক গোহাট (দঃ) কচুয়া শাখায় কর্মরত থাকাকালে ০৯/০৯/২০০৩ইং তারিখ হইতে ১৩/০৫/২০০৭ইং তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে গ্রামীন ব্যাংক গোহাট (দঃ) কচুয়া শাখার বিভিন্ন সদস্যদের নামে ভূয়া ঋন বিতরন, চেক জালিয়াতি এবং নগদ টাকা গ্রহন করিয়া ব্যাংকে জমা না দিয়া মোঃ জিয়াউল হক ৪,৪৮,৫০১/- টাকা এবং মোঃ মোসারফ হোসেন চৌধুরী ৩,০৭,১৭১/- টাকা সর্বমোট ৭,৫৫,৬৭২/-টাকা আত্নসাৎ করিয়াছে । জনাব মোঃ শাহ আলম শাখা ব্যবস্থাপক গ্রামীন ব্যাংক গোহাট (দঃ) কচুয়া শাখায় ম্যানেজার হিসাবে কর্তব্যরত থাকাকালে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কচুয়া থানা বরাবর আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে ১৫/০৫/২০০৯ইং তারিখে লিখিত এজাহার দায়ের করে। মোঃ শাহ আলম এর লিখিত অভিযোগ প্রাপ্ত হইয়া ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কচুয়া থানা মামলাটি রুজু করিয়া খতিয়ানে নোট দেন। মামলাটি দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক তদন্তযোগ্য বিধায়

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তদ বিষয়ে পুলিশ সুপার, চাঁদপুরের মাধ্যমে জেলা দুর্নীতি দমন অফিসে প্রতিবেদন (এফ.আই.আর এর কপিসহ) প্রেরন করে । প্রাথমিক কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্য এস.আই মোঃ শফিকুলকে নিয়োগ করা হয়। দুর্নীতি দমন কমিশন এর উপ-পরিচালক জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা মামলাটির তদন্তভার প্রাপ্ত হন । তিনি তদন্তভার প্রাপ্ত হইয়া তদন্তকার্য সম্পন্ন করিয়া আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে টাকা আত্নসাতের অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় দঃ বিঃ ৪০৮/৪২০ ধারা তদসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি দমন প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার বিধন মোতাবেক অভিযোগপত্র দাখিল করেন । মামলাটি বিচারের জন্য অত্র ট্রাইব্যুনালে প্রেরন করিলে অত্র ট্রাইব্যুনাল আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে ২৫/০৫/২০১০ইং তারিখে দঃ বিঃ ৪০৮/৪২০ ধারা তদসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি দমন আইনের ৫(২) ধারার অপরাধ বিচার আমলে গ্রহন করে এবং ০৪/০৭/২০১২ইং তারিখে আসামীদ্বয়ের অনুপস্থিতিতে তাহাদের বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ৪০৮/৪২০ ধারা তদসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি দমন আইনের ৫(২) ধারা মোতাবেক অভিযোগ গঠন করা হয় । আসামীদ্বয় পলাতক থাকায় গঠিত অভিযোগ তাহাদেরকে পাঠ করিয়া শুনানো সম্ভব হয় নাই । দন্ড বিধির ২১ ধারা এবং Criminal Amendment Act 1958 এর ২(বি) ধারা অনুসারে গ্রামীন ব্যাংকের কর্মকর্তাগন সরকারী কর্মকর্তা নহে । ফলে ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি দমন আইন ৫(২) ধারা এই আসামীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবেনা । এক্ষনে অত্র আদালতের বিগত ০৪/০৭/২০১২ইং তারিখে গঠিত চার্জ পূর্নগঠন ক্রমে আসামীদের বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৪০৮/৪২০ (যাহা দুর্নীতি দমন আইন ২০০৪ এর তপছিলভুক্ত) ধারা মোতাবেক অভিযোগ গঠন করা হইল । আসামীদ্বয় পলাতক থাকায় তাহাদেরকে গঠিত অভিযোগ পাঠ করিয়া শুনানো সম্ভব হয় নাই । রাষ্ট্র পক্ষ আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানার্থে চার্জসীটে উল্লেখিত ১৭ সাক্ষীকে ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপন করিয়া পরীক্ষা করে । আসামীদ্বয় পলাতক থাকায় উল্লেখিত সাক্ষীদেরকে জেরা করা হয় নাই এবং ফৌজদারী কার্য বিধির ৩৪২ ধারা মোতাবেক পরীক্ষা করাও সম্ভব হয় নাই । বিচার্য্য বিষয় ১) আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বাদীপক্ষ সন্দেহাতীতভাবে

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		প্রমানে সমর্থ হইয়াছে কিনা? ২) আসামীদ্বয়কে তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত দন্ড বিধির ৪০৮/৪২০(যাহা দূর্নীতি দমন আইন, ২০০৪ এর তপছিল ভুক্ত) ধারায় শাস্তি প্রদান করা যায় কিনা? আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত বিচার্য বিষয় ২টি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনার সুবিধার্থে ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহনের নিমিত্ত একত্রে লওয়া হইল । আসামী মোঃ জিয়াউল হক ও মোঃ মোসারফ হোসেন চৌধুরী গ্রামীন ব্যাংক গোহাট (দঃ) কচুয়া শাখায় কর্মরত থাকা অবস্থায় ০৯/০৯/২০০৩ইং তারিখ হইতে ১৩/০৫/২০০৭ইং তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে আসামী জিয়াউল হক ৪,৪৮,৫০১/-টাকা এবং আসামী মোঃ মোসারফ হোসেন চৌধুরী ৩,০৭,১৭১/- টাকা আত্নসাৎ করিয়াছে । ফলে আসামীগন দঃ বিঃ দন্ড বিধির ৪০৮/৪২০ (যাহা দূর্নীতি দমন আইন ২০০৪ এর তপছিল ভুক্ত) ধারা মোতাবেক অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে। এখন দেখা যাক, রাষ্ট্র পক্ষ উপস্থাপিত সাক্ষীদের সাক্ষ্যদ্বারা আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীত ভবে প্রমানে সমর্থ হইয়াছে কিনা? পি, ডব্লিউ-১ মোঃ শাহ আলম সে তাহার জবানবন্দীতে বলিয়াছে যে, ২৩/০১/২০০৭ইং তারিখে গ্রামীন ব্যাংক গোহাট (দঃ) কচুয়া শাখায় ম্যানেজার হিসাবে যোগদান করে । ঐ সময় আসামী জিয়াউল হক ও মোঃ মোসারফ হোসেন চৌধুরী গ্রামীন ব্যাংক, গোহাট কচুয়া শাখায় কেন্দ্র ব্যবস্থাপক হিসাবে কর্মরত ছিল। আসামীদ্বয় উক্ত ব্যাংকের উক্ত শাখায় পূর্ব হইতে একই পদে কর্মরত ছিল তাহাদের কর্মকালীন সময় ০৯/০৯/২০০৩ইং তারিখ হইতে ১৩/০৫/২০০৭ইং তারিখ পর্যন্ত । আসামী জিয়াউল হক ভূয়া ঋন বিতরন, চেক জালিয়াতি ও নগদ টাকা গ্রহন করিয়া ব্যাংকে জমা না দিয়া ৪,৪৮,৫০১/- টাকা আত্নসাৎ করিয়াছে । অপর আসামী মোসারফ হোসেন চৌধুরী ভূয়া ঋন বিতরন, চেক জালিয়াতি, নগদ টাকা গ্রহন করিয়া ব্যাংকে জমা না দিয়া ৩,০৭,১৭১/- টাকা আত্নসাৎ করিয়াছে । এইভাবে আসামীদ্বয় মোট ৭,৫৫,৬৭২/- টাকা আত্নসাৎ করে। বিষয়টি উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানায় । ২৮/০১/২০০৭ইং তারিখ এবং ১৪/০৫/২০০৭ইং তারিখে আসামীদ্বয়কে কাজে যোগ দেওয়ার জন্য

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		নোটিশ দিলেও যোগদান করে নাই । পরবর্তীতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাহাদের বিরুদ্ধে চার্জ আনয়ন করতঃ আত্নপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়। কিন্তু তাহারা ব্যাংকে যোগদান না করায় কর্তৃপক্ষ তাহাদেরকে কেন্দ্র ব্যবস্থাপকের পদ হইতে বরখাস্ত করে । পরবর্তীতে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে মামলা দায়ের করে । সে তাহার দায়েরকৃত এজাহার প্রদর্শনী-১ এবং উহাতে তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী ১/১ হিসাবে প্রমান করে । মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত সংক্রান্তে কাগজপত্র জব্দ করেন এবং জব্দ তালিক। তৈরী করেন এবং জব্দ তালিকায় তদন্তকারী কর্মকর্তা গোলাম মোস্তফার এবং তাহার স্বাক্ষর আছে এবং মামলা সম্পর্কিত কাগজপত্র তাহার নিকট জমা রাখে। সে জিম্বাদার হিসাবে এইসব আলামত গ্রহন করে । জব্দ তালিকাসহ মামলা সংক্রান্ত কাগজপত্র আদালতে দাখিল করিয়াছে । জব্দ তালিকা প্রদর্শনী-২ এবং উহাতে তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-২/১ হিসাবে প্রমান করে । গ্রামীন ব্যাংক কচুয়া গোহাট শাখায় ১৭/ম কেন্দ্রে ২১/০৬/২০০৬, ১৩/০৯/২০০৬, ১২/১০/২০০৬/, ১৭/০১/২০০৭ইং তারিখের ৪টি মূল দলিল দাখিল করিয়াছে প্রদর্শনী-৩ সিরিজ। গ্রামীন ব্যাংক একই শাখার ৪৪/ম কেন্দ্রের ১৩/০৯/২০০৬, ১২/০৯/২০০৬, ১/১১/২০০৬ইং তারিখের ৩টি দলিল দাখিল করিয়াছে প্রদর্শনী-৪ সিরিজ। একই ব্যাংকের ৩৯/ম শাখার ২৮/০৯/২০০৬ইং তারিখের ঋন বিতরনের মূল খতিয়ান দাখিল করিয়াছে প্রদর্শনী-৫ । একই ব্যাংকের ৬৩/ম কেন্দ্রের ০৫/১১/২০০৬ এবং ২৪/০৯/২০০৬ইং তারিখের ঋন বিতরনের মূল খতিয়ান দাখিল করিয়াছে । একই ব্যাংকের ৪৬/ম কেন্দ্রের ০৬/০৭/২০০৬ইং তারিখের ঋন বিতরনের মূল খতিয়ান দাখিল করিয়াছে প্রদর্শনী-৬ সিরিজ । একই ব্যাংকের ৪৬/ম কেন্দ্রের ফাহিমা গং দের ১৭টি ঋন আদায়ের পাশ বই, ৫৩/ম কেন্দ্রের রহিমার একটি ঋন আদায়ের পাশ বই দাখিল করিয়াছে প্রদর্শনী-৭ সিরিজ । একই ব্যাংকের ৫১/ম কেন্দ্রের সাহিদা গং দের ৪টি ঋন আদায়ের ৫টি পাশ বই দাখিল করিয়াছে প্রদর্শনী-৮ সিরিজ । একই ব্যাংকের ৪২/ম কেন্দ্রের রহিমা ও রেখার ২টি পাশ বই দাখিল করিয়াছে প্রদর্শনী -৯ সিরিজ । একই ব্যাংকে আলেয়া ও রেখার ২টি পাশ বই দাখিল করিয়াছে প্রদর্শনী-১০ সিরিজ । ১৭/৪ কেন্দ্রের ০১/১১/২০০৬ হইতে ২৭/১২/২০০৬ইং পর্যন্ত ঋন আদায়ের খাতা দাখিল করিয়াছে । ১৭/ম

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		কেন্দ্রের ০৩/০১/২০০৭ইং হইতে ২৮/০২/২০০৭ইং পর্যন্ত ঋন আদায়ের সীট ৪ পাতা দাখিল করিয়াছে প্রদর্শনী ১১ সিরিজ । সে তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট জবানবন্দী দিয়াছে ।
		পি, ডব্লিউ-২ নিরঞ্জন শীল সে তাহার জবানবন্দীতে উল্লেখ করিয়াছে যে, সে ফরিদগঞ্জে গ্রামীন ব্যাংকের এরিয়া প্রোগ্রাম অফিসার হিসাবে কর্মরত। ২৯/০৯/২০০৬ইং তারিখে কচুয়ায় গ্রামীন ব্যাংকের এরিয়া অফিসার হিসাবে যোগদান করিয়া ১৩/০৫/২০০৭ইং পর্যন্ত কর্মরত ছিল । তাহার দায়িত্ব ছিল কচুয়ায় ৯টি গ্রামীন ব্যাংকের কাজকর্ম তদারকী করা । গ্রামীন ব্যাংক দক্ষিন কচুয়ার গোহাট শাখাও তাহার এখতিয়ারে ছিল। গোহাট শাখায় আসামী জিয়াউল হক এবং মোসারফ হোসেন চৌধুরী উভয়েই গোহাট গ্রামীন ব্যাংক শাখায় কেন্দ্র ব্যবস্থাপক ছিল। কেন্দ্র ব্যবস্থাপক মোঃ জিয়াউল হক ভূয়া ঋন বিতরন, চেক জালিয়াতি এবং সদস্যদের আমানতের টাকা সংগ্রহ করিয়া ব্যাংকে জমা না দিয়া ৪,৪৮,৫০১/- টাকা আত্নসাৎ করে । অপর আসামী মোসারফ হোসেন চৌধুরী ভূয়া ঋন বিতরন, চেক জালিয়াতি এবং সদস্যদের আমানতের টাকা সংগ্রহ করিয়া জমা না দিয়া ৩,০৭,১৭১/- টাকা আত্নসাৎ করে। আত্নসাতের ঘটনা উদ্ঘাটন করিয়া উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবহিত করিয়া গ্রামীন ব্যাংক গোহাট শাখা ব্যবস্থাপক বাদী হইয়া এজাহার দায়ের করে যাহা দূর্নীতি দমন কমিশন তদন্ত করিয়া আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করে ।
		পি,ডব্লিউ-৩ মোঃ বশিরুল আলম সে তাহার জবানবন্দীতে উল্লেখ করিয়াছে যে, সে গ্রামীন ব্যাংক কালচো দক্ষিন, হাজীগঞ্জ শাখার ম্যানেজার হিসাবে কর্মরত আছে। ঘটনার সময় ০৯/০৯/২০০৩ইং হইতে ১৫/০৫/২০০৭ইং পর্যন্ত গ্রামীন ব্যাংক, গোহাট দক্ষিন কচুয়া শাখায় শাখা ব্যবস্থাপক হিসাবে কর্মরত ছিল। আসামী জিয়াউল হক ও মোসারফ হোসেন ২০০৬ই তারিখ সে গ্রামীন ব্যাংক, দক্ষিন কচুয়া শাখায় শাখা ব্যবস্থাপক হিসাবে কর্মরত থাকাকালে আসামীদের কাজকর্ম সম্পর্কে তাহার সন্দেহ হয়। সে কেন্দ্রে মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নিয়া তাহাদের কাজকর্ম পরিদর্শনে যায়। পরিদর্শনে দেখা যায় যে, আসামী ভূয়া ঋন বিতরন, ভূয়া চেক বিতরন এবং সদস্যদের নিকট হইতে প্রাপ্ত টাকা ব্যাংকে জমা না দিয়া আত্নসাৎ করিয়াছে। আসামী জিয়াউল হক ৪,৪৮,৫০১/- টাকা এবং আসামী

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মোসারফ হোসেন ৩,০৭,১৭১/- টাকা মোট ৭,৫৫,৬৭২/- টাকা আত্নসাৎ করিয়াছে। তাৎক্ষনিক মৌখিক ভাবে ঘটনা উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিয়া সে ০৪ মাস ধরে কড়ইয়া, কচুয়া শাখায় বদলী হইয়া যায়। ঐ সময় শাখা ব্যবস্থাপক শাহ আলম মামলা দায়ের করে ।
		পি,ডব্লিউ-৪ বিশ্বজিৎ রায় সে তাহার জবানবন্দীতে উল্লেখ করিয়াছে যে, ২০০৭ সনের নভেম্বর মাসে গ্রামীন ব্যাংক গোহাট শাখায় সেকেন্ড অফিসার হিসাবে কর্মরত ছিল । ঐ সময় জানিতে পারে যে, গ্রামীন ব্যাংকের কেন্দ্র ব্যবস্থাপক গোহাট শাখা জিয়াউল হক বিভিন্ন সদস্যদের নামে ভূয়া ঋন বিতরন, চেক জালিয়াতি এবং নগদ টাকা গ্রহন করিয়া ব্যাংকে জমা না দিয়া ৪,৪৮,৫০১/- টাকা আত্নসাৎ করে। আসামী মোসারফ হোসেন চৌধুরী ভূয়া ঋন বিতরন, চেক জালিয়াতি ও নগদ টাকা গ্রহন করিয়া তাহা ব্যাংকে জমা না দিয়া ৩,০৭,১৭১/- টাকা আত্নসাৎ করে । তাহাদের বিরুদ্ধে শাখা ম্যানেজার মোঃ শাহ আলম বাদী হইয়া মামলা দায়ের করে । দুদক মামলা তদন্ত করে এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র জব্দ করে। জব্দনামায় তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-২/২ হিসাবে প্রমান করে ।
		পি,ডব্লিউ- ৫ সঞ্জয় মজুমদার জবানবন্দীতে উল্লেখ করিয়াছে যে, সে ২৬/০৮/২০০৭ইং তারিখ গ্রামীন ব্যাংক, গোহাট দক্ষিন কচুয়া শাখায় কেন্দ্র ব্যবস্থাপক হিসাবে ৩১/০৫/২০১০ইং পর্যন্ত কর্মরত ছিল। যোগদানের কিছুদিন পর জানিতে পারে যে, গোহাট শাখার কেন্দ্র ব্যবস্থাপক জিয়াউল হক ভূয়া ঋন বিতরন, চেক জালিয়াতি ও সদস্যদের নিকট হইতে টাকা সংগ্রহ করিয়া ব্যাংকে জমা না দিয়া ৪,৪৮,৫০১/- টাকা আত্নসাৎ করিয়াছে। সে আরো জানিতে পারে যে, গ্রামীন ব্যাংক গোহাট দক্ষিন কেন্দ্রের কেন্দ্র ব্যবস্থাপক মোঃ মোসারফ হোসেন চৌধুরীও ভূয়া ঋন বিতরন, চেক জালিয়াতি ও নগদ টাকা জমা না দিয়া ৩,০৭,১৭১/- টাকা আত্নসাৎ করিয়াছে। তদ কারনে শাখা ম্যানেজার মামলা করে । তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তকালে জব্দ তালিকা মূলে কাগজপত্র জব্দ করে । জব্দ তালিকায় তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী- ২/৩ হিসাবে প্রমান করে ।
		পি,ডব্লিউ-৬ পুস্পরানী সে তাহার জবানবন্দীতে উল্লেখ করিয়াছে যে, সে গ্রামীন ব্যাংক গোহাট দক্ষিন কচুয়া এর একজন গ্রাহক সদস্য যাহার হিসাব নম্বর- ৭৯১২/১, কেন্দ্র ১৮। তাহার নামে

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		১০,০০০/- টাকা ঋন বিতরন দেখানো হইয়াছে । কিন্তু বাস্তবে সে কোন ঋন নেয় নাই । সে গ্রামীন ব্যাংক, গোহাট দক্ষিন শাখার কেন্দ্র ব্যবস্থাপক আসামী জিয়াউল হক ও মোঃ মোসারফ হোসেন চৌধুরীকে চিনে। পরে শুনে যে, আসামী জিয়াউল হক তাহার দস্তখত জাল করিয়া তাহার অজান্তে উক্ত টাকা তুলিয়া আত্নসাৎ করিয়াছে। আই, ও তাহাকে ঘটনার বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছে। পি,ডব্লিউ-৭ পেয়ারা বেগমকে টেন্ডার করা হয়। পি,ডব্লিউ-৮ পারভীন তাহার জবানবন্দীতে উল্লেখ করিয়াছে যে, সে গ্রামীন ব্যাংক গোহাট দক্ষিন, কচুয়া শাখার একজন সদস্য। তাহার সদস্য নম্বর- ১৯৯৮, কেন্দ্র- ২৭/ম । তাহার নামে ৭,০০০/- টাকা গোহাট দক্ষিন শাখা, গ্রামীন ব্যাংক হইতে ঋন গ্রহন দেখানো হইয়াছে। কিন্তু সে কোন ঋন নেয় নাই। পরে জানিতে পারে যে, গ্রামীন ব্যাংক গোহাট দক্ষিন কচুয়া শাখার কেন্দ্র ব্যবস্থাপক আসামী মোসারফ হোসেন চৌধুরী তাহার নাম ভূয়া ভাবে প্রদর্শন করিয়া তাহার নামে টাকা তুলিয়া আত্নসাৎ করিয়াছে। পরে গ্রামীণ ব্যাংক গোহাট দক্ষিন শাখা ব্যবস্থাপক মামলা করে। দুর্নীতি দমন কমিশন মামলা তদন্ত করে । তদন্তকালে তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছে। পি,ডব্লিউ-৯ মাকসুদা সে তাহার জবানবন্দীতে উল্লেখ করিয়াছে যে, সে গ্রামীন ব্যাংক গোহাট শাখার একজন সদস্য। তাহার হিসাব নম্বর- ১৯৯৬, কেন্দ্র ২৭/ম । তাহার নামে উক্ত ব্যাংক হইতে ৮০০০/- টাকা ঋন গ্রহন দেখানো হইয়াছে। কিন্তু সে কোন ঋন গ্রহন করে নাই। পরে জানিতে পারে যে, তৎকালীন কেন্দ্র ব্যবস্থাপক মোসারফ হোসেন তাহার নাম ব্যবহারে ভূয়া ঋন বিতরন দেখাইয়া উক্ত টাকা উত্তোলন করিয়া আত্নসাৎ করিয়াছে। পরে ঐ গ্রামীন ব্যাংক, দক্ষিন গোহাট শাখার ব্যবস্থাপক মামলা দায়ের করে । দুদক তদন্ত কালে তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছে । পি,ডব্লিউ-১০ রওশন আরা সে তাহার জবানবন্দীতে উল্লেখ করিয়াছে যে, গ্রামীণ ব্যাংক, দক্ষিন গোহাট কচুয়া শাখার একজন সদস্য । তাহার সদ্য নম্বর- ৪৪৫২, কেন্দ্র ৪৪/ম। সে আসামী জিয়াউল হক এর নিকট জিপিএস খাতে ১০০/- টাকা জমা দেয়। কিন্তু সে উক্ত টাকা ব্যাংকে জমা না দিয়া আত্নসাৎ করিয়াছে । পরে ম্যানেজার মামলা দায়ের করে। পি,ডব্লিউ-১১ হালিমা সে তাহার জবানবন্দীতে উল্লেখ

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		করিয়াছে যে, গ্রামীন ব্যাংক গোহাট দক্ষিন কচুয়া শাখার একজন সদস্য। তাহার সদস্য নম্বর- ৬৫১৬, কেন্দ্র ৪৬/৮ম। তাহার নামে ১৮,০০০/- টাকা লোন দেখাইয়া গ্রামীন ব্যাংকের কেন্দ্র ব্যবস্থাপক মোঃ জিয়াউল হক আত্নসাৎ করিয়াছে । সে এই ঘটনা ম্যানেজার শাহ আলমকে জানাইয়াছে। সে মামলা করিয়াছে । দুদক তদন্তকালে তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছে । পি,ডব্লিউ-১২ শফিউল আজম সে তাহার জবানবন্দীতে উল্লেখ করিয়াছে যে, ঘটনার সময় কচুয়া থানায় এস.আই হিসাবে কর্মরত থাকাকালে গ্রামীন ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক বাদী হইয়া আসামী মোঃ জিয়াউল হক ও মোঃ মোসারফ হোসেন চৌধুরীর বিরুদ্ধে কচুয়া গ্রামীন ব্যাংকের অর্থ আত্নসাতের জন্য মামলা দায়ের করিয়াছিল। মামলার তদন্তভার তাহার উপর অর্পিত হইলে সে তদন্তভার গ্রহন করিয়া ঘটনাস্থলে যাইয়া খসড়া মানচিত্র তৈরী করে । খসড়া মানচিত্র প্রদর্শনী-১২ এবং উহাতে তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১২/১ হিসাবে প্রমান করে । ২জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহন করিয়া মামলাটি তদন্তের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনে প্রেরন করিয়াছিল। পি,ডব্লিউ-১৩ রেখা সে তাহার জবানবন্দীতে উল্লেখ করিয়াছে যে, গ্রামীন ব্যাংক গোহাট দক্ষিন শাখা, কচুয়ার একজন সদস্য। সদস্য নম্বর-৪৮৩২/৪, কেন্দ্র ৪৬/ম। আসামী জিয়াউল হক ও মোসারফ হোসেনকে চিনিত। আসামী ০২ জন গোহাট শাখার ব্যবস্থাপক ছিল। তাহার নামে গোহাট শাখায় ৫০০০/- টাকা লোন দেখানো হইয়াছে । প্রকৃতপক্ষে সে কোন লোন গ্রহন করে নাই । লোনের কাগজপত্রে সে স্বাক্ষর করে নাই । পরে জানিতে পারে আসামী জিয়াউল হক তাহার নামে ভূয়া ঋন উঠাইয়া টাকা আত্নসাৎ করিয়াছে । শাখা ব্যবস্থাপক শাহ আলম মামলা দায়ের করে । দুর্নীতি দমন কমিশন তদন্তকালে তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছে। পি,ডব্লিউ-১৪ নূরজাহান সে তাহার জবানবন্দীতে উল্লেখ করিয়াছে যে, সে গ্রামীন ব্যাংকের একজন সদস্য। তাহার হিসাব নম্বর- ৯৯২৪/২, কেন্দ্র ২১/ম। আসামী জিয়াউল হক এবং মোসারফ হোসেনকে সে চিনিত। তাহারা ০২ জন উক্ত ব্যাংকের ব্যবস্থাপক ছিল। উক্ত শাখায় তাহার নামে ১৬,০০০/-টাকা ঋন দেখাইয়াছে। সে কোন ঋন নেয় নাই। কোন কাগজপত্রে স্বাক্ষর করে নাই। পরে জানিতে পারে আসামী জিয়াউল হক তাহার নামে ঋন দেখাইয়া টাকা

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আত্মসাৎ করিয়াছে। শাখা ব্যবস্থাপক মামলা করিয়াছে। দুর্নীতি দমন কমিশন তদন্তকালে তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছে। *পি.ডব্লিউ-১৫ লাভলী সে তাহার জবানবন্দীতে উল্লেখ করিয়াছে যে, সে গ্রামীন ব্যাংক, গোহাট দক্ষিণ, কচুয়া শাখার একজন সদস্য। তাহার হিসাব নম্বর ৪৬৭২, কেন্দ্র ৪৬/ম। তাহার নামে ৩,৮০০/= টাকা লোন দেখানো হইয়াছে। মূলে সে কোন লোন নেয় নাই। আসামী জিয়াউল হক ভূয়া লোন দেখাইয়া টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। ম্যানেজার বাদী হইয়া মামলা করিয়াছে।এজ তদন্তকালে তাহাকে জিজ্ঞাসাবদ করিয়াছে।* *পি.ডব্লিউ-১৬ গোলাম মোস্তফা সে তাহার জবানবন্দীতে উল্লেখ করিয়াছে যে, সে ঘটনার সময় দূনীর্তি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়, কুমিল্লার কর্মরত ছিল। তদসময় মোঃ শাহ আলম, শাখা ব্যবস্থাপক, গ্রামীন ব্যাংক, গোহাট দক্ষিণ, কচুয়া, চাঁদপুর, কচুয়া থানায় দায়েরকৃত মামলা নম্বর ৯ তারিখ ১৫/০৫/২০০৯ইং এজাহার তদন্তের জন্য প্রাপ্ত হইয়া ফৌজদারী কার্যবিধি ১৬১ ধারা মোতাবেক জবানবন্দী রেকর্ড করে। ঘটাস্থলে যায় এবং জব্দ তালিকা তৈরী করে। ব্যাংকের কাগজপত্র জব্দ করিয়াছিল। জব্দ তালিকায় তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-২/৪ হিসাবে প্রমান করে। তদন্তকালে আসামী জিয়াউল হক এবং মোসারফ হোসেন এর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রাথমিক ভাবে প্রমানিত হওয়ায় চার্জসীট দেওয়া জন্য সাক্ষীর স্মারক দাখিল করিয়া বদলী জনিত কারেন অন্যত্র চলিয়া যায়। উপ-সহকারী পরিচালক কাজী সামছুল আরেফিনকে রেকর্ড হস্তান্তর করিয়া যায়। সে পরবর্তীতে তদন্ত পূর্বব চার্জসীট দাখিল করে।* *পি.ডব্লিউ-১৭ কাজী সামছুল আরেফিন সে তাহার জবানবন্দীতে উল্লেখ করিয়াছে যে, ঘটনার সময় সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে কর্মরত ছিল। তাহার পূর্ববর্তী কর্মকর্তা বদলী জনিত কারনে অন্যত্র চলিয়া যাওয়ায় মামলার তদন্ত ভার তাহার উপর অর্পিত হইয়াছিল। পূর্ববর্তী কর্মকর্তার তদন্ত কাজের কাগজাদি পর্যালোচনা করিয়া মামলায় চার্জসীট দাখিল করিয়াছে।* *গ্রামীণ ব্যাংক, গোহাট দক্ষিণ, কচুয়া শাখার কেন্দ্র ব্যবস্থাপক হিসাবে ৯-৯-২০০৩ইং তারিখ হইতে ১৩-৫-২০০৭ইং তারিখ পর্যন্ত কর্মরত থাকাকালে গোহাট দক্ষিণ শাখার সদস্যদের নামে ভুয়া ঋণ দেখাইয়া ব্যাংক হইতে টাকা উত্তোলন করিয়া উক্ত টাকা গ্রাহক*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সদস্যদের মধ্যে বিতরন না করিয়া তাহাদের নামীয় চেক জালিয়াতি করিয়া ব্যাংক হইতে টাকা উত্তোলন করতঃ আসামী জিয়াউল হক ৪,৪৮,৫০১/= টাকা এবং আসামী মোশারফ হোসেন চৌধুরী একই কৌসলে ৩,০৭,১৭১/= টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। তদপোষকে পি.ডব্লিউ-১ শাহ আলম জবানবন্দীতে বলিয়াছে সে ২৩-১- ২০০৭ইং তারিখে গ্রামীণ ব্যাংক, গোহাট দক্ষিণ কচুয়া শাখায় ম্যানেজার হিসাবে যোগদান করিয়া আসামীদের উক্তরূপ টাকা ভূয়া ঋণ বিতরন, চেক জালিয়াতি ও নগদ টাকা গ্রহন করিয়া ব্যাংকে জমা না দিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে। তাহাদেরকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সুযোগ দেওয়া হয়। আসামীদেরকে ২৮-১-২০০৭ইং এবং ১৪-৫-২০০৭ইং তারিখ কাজে যোগদানের নোটিশ প্রদান করিলেও তাহারা কাজে যোগদান করে নাই। বিষয়টি উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়। পরবর্তীতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে তাহাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। এই সাক্ষী তাহার দাখিলী এজাহার প্রদর্শনী-১ এবং উহাতে তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১/১ হিসাবে প্রমান করে । জব্দ তালিকা প্রদর্শনী-২ স্বাক্ষর প্রদর্শনী-২/১ হিসাবে প্রমান করে। গ্রামীন ব্যাংক কচুয়া গোহাট শাখায় ১৭/ম কেন্দ্রে ২১-৬-২০০৬, ১৩-৯-২০০৬, ১২-১০-২০০৬, ১৭-১-২০০৭ইং তারিখে ৪টি মূল দলিল দাখিল করিয়াছে প্রদর্শনী-৩ সিরিজ। একই ব্যাংকের ৯-২-২০০৬, ১২-৯-২০০৬, ১-১১-২০০৬ইং তারিখের ৩টি দলিল দাখিল করিয়াছে প্রদর্শনী ৪ সিরিজ। একই ব্যাংকের ৩৯/ম শাখার ২৮-৯-২০০৬ইং তারিখের ঋণ বিতরনের মূল খতিয়ান দাখিল করিয়াছে প্রদর্শনী-৫। একই ব্যাংকের ৬৩/ম কেন্দ্রের ৫-১১-২০০৬ এবং ২৪-৯-২০০৬ইং তারিখের ঋণ বিতরনের মূল খতিয়ান দাখিল করিয়াছে। একই ব্যাংকের ৪৬/ম কেন্দ্রের ৬-৭-২০০৬ ইং তারিখের ঋণ বিতরনের মূল খতিয়ান দাখিল করিয়াছে প্রদর্শনী-৬ সিরিজ। একই ব্যাংকের ৪৬/ম কেন্দ্রের ফাহিমা গং দের ১৭টি ঋণ আদায়ের পাশ বই, ৫৩/ম কেন্দ্রের রহিমার একটি ঋণ আদায়ের পাশ বই দাখিল করিয়াছে প্রদর্শনী ৭ সিরিজ । একই ব্যাংকের ৫১/ম কেন্দ্রের সাহিদা গংদের ৪টি ঋণ আদায়ের ৫টি পাশ বই দাখিল করিয়াছে ৮ সিরিজ । একই ব্যাংকের ৪২/ম কেন্দ্রের রহিমা ও রেখার ২টি পাশ বই দাখিল করিয়াছে প্রদর্শনী ৯ সিরিজ। একই ব্যাংকে আলেয়া ও রেখার ২টি পাশ বই দাখিল কারিয়াছে প্রদর্শনী-১০ সিরিজ। ১৭/৪ কেন্দ্রের ১-

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		১১-২০০৬ইং ২৭-১২-২০০৬ পর্যন্ত ঋণ আদায়ের খাতা দাখিল করিয়াছে । ১৭/ম কেন্দ্রের ৩-১-২০০৭ইং হইতে ২৮-২-২০০৭ইং পর্যন্ত ঋণ আদায়ের সীট ৪ পাতা দাখিল করিয়াছে প্রদর্শনী-১১ সিরিজ। পি.ডব্লিউ-২ নিরঞ্জন শীল জবানবন্দীতে বলিয়াছে যে, সে গ্রামীণ ব্যাংকের এরিয়ার অফিসার হিসাবে কর্মরত থাকিয়া গোহাট দক্ষিণ শাখা তদারকী করিয়া আসামী জিয়াউল হক ও মোশারফ হোসেন চৌধুরী গ্রাহকদের মধ্যে ভুয়া ঋণ বিতরন, চেক জালিয়াতির মাধ্যমে আমানতের টাকা সংগ্রহ করিয়া ব্যাংকে জমা না দিয়া যথাক্রমে ৪,৪৮,৫০১/টাকা এবং ৩,০৭,১৭১/ টাকা প্রতারনার মাধ্যমে আত্মসাৎ করিয়াছে মর্মে পি.ডব্লিউ-১ এর বক্তব্যকে সমর্থন করিয়াছে। পি.ডাব্লিউ-৩ মোঃ বশিরুল আলম সে তাহার জবানবন্দীতে বলিয়াছে যে, সে ৯-৯-২০০৩ইং তারিখ হইতে ১৫-৫-২০০৭ইং পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংক, গোহাট দক্ষিণ শাখায় ব্যাবস্থাপক হিসাবে কর্মরত ছিল। তখন আসামীদের কাজ কর্মে সন্দেহ হইলে কেন্দ্রে মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নিয়া পরিদর্শনে গিয়া আসামীদের ভুয়া ঋণ বিতরন, ভুয়া চেক বিতরন এবং সদস্যদের নিকট হইতে প্রাপ্ত টাকা ব্যাংকে জমা না দিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে মর্মে পি.ডব্লিউ-১ এবং ২ এর বক্তব্যকে সমর্থন করিয়াছে। পি.ডব্লিউ-৪ বিশ্বজিৎ রায় গ্রামীন ব্যাংক গোহাট শাখার সেকেন্ড অফিসার, পি.ডব্লিউ-১-৩ একর বক্তব্যকে সমর্থন করিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। জব্দ নামায় তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-২/২ হিসাবে সনাক্ত করিয়াছে। পি.ডব্লিউ-৫ সঞ্জয় মজুমদার গ্রামীন ব্যাংক গোহাট দক্ষিণ শাখার কেন্দ্র ব্যবস্থাপক। সেও পি.ডব্লিউ ১-৪ এর বক্তব্য সমর্থন করিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। এই সাক্ষী জব্দ তালিকায় তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী ২/৩ হিসেবে সনাক্ত করিয়াছে। পি.ডব্লিউ ৬ পুষ্পরানী, গ্রামীন ব্যাংক গোহাট দক্ষিণ, কচুয়া শাখার একজন গ্রাহক সদস্য যাহার হিসাব নম্বর ৭৯১২/১, কেন্দ্র ১৮ তাহার নামে ১০,০০০/= টাকা ঋণ দেখানো হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবে সে কোন ঋন নেয় নাই। সে পরে শুনিয়াছে আসামী জিয়াউল হক তাহার দস্তখত জাল করিয়া তাহার অজান্তে উক্ত টাকা তুলিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে। পি.ডাব্লিউ-৭ পেয়ারা বেগমকে টেন্ডার করা হয়। পি.ডাব্লিউ-৮ পারভীন গ্রামীন ব্যাংক, গোহাট দক্ষিণ, কচুয়া শাখার একজন সদস্য। তাহার হিসাব নম্বর ১৯৯৮, কেন্দ্র ২৭/ম। তাহার নামে ৭,০০০/= টাকা ঋণ দেখানো হয়েছে। কিন্তু সে কোন টাকা ঋণ নেয় নাই। পরে জনিতে

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

পারে যে, আসামী মোসারফ হোসেন চৌধুরী তাহার নাম ভুযাভাবে প্রদর্শন করিয়া তাহার নামে টাকা তুলিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে। পি.ডাব্লিউ-৯ মাকসুদা গ্রামীন ব্যাংক, গোহাট শাখার একজন সদস্য। তাহার হিসাব নম্বর ১৯৯৬, কেন্দ্র ২৭/ম । তাহার নামে ৮,০০০/= টাকা ঋণ দেখানো হয়েছে। কিন্তু সে কোন ঋণ গ্রহন করে নাই পরে জানিতে পারে যে, কেন্দ্র ব্যবস্থাপক মোশারফ হোসেন চৌধুরী তাহার নাম ব্যবহার করিয়া ভুয়া ঋণ বিতরন দেখাইয়া তাহার নামে টাকা তুলিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে। পি.ডাব্লিউ-১০ রওশন আরা সেও উক্ত ব্যাংকের একজন সদস্য। সে আসামী জিয়াউল হকের জিপিএস খাতে ১০০ টাকা জমা দেয় ! কিন্তু আসামী উক্ত টাকা ব্যাংকে জমা না দিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে । পি.ডব্লিউ-১১ হালিমা উক্ত ব্যাংকের একজন সদস্য । তাহার সদস্য নম্বর ৬৫১৬, কেন্দ্র ৪৬/৮ম। তাহার নামে ১৮,০০০/= টাকা লোন দেখাইয়া কেন্দ্র ব্যবস্থাপক জিয়াউল হক আত্মসাৎ করিয়াছে । পি.ডব্লিউ-১৩ রেখা উক্ত গ্রামীন ব্যাংকের একজন সদস্য। তাহার সদস্য নম্বর ৪৮৩২/৪, কেন্দ্র ৪৬/ম । তাহার নামে ৫,০০০/= টাকা লোন দেখানো হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সে কোন লোক গ্রহন করে নাই। পরে জানিতে পারে যে, জিয়াউল হক তাহার নামে ভুয়া লোন দেখাইয়া টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। পি.ডব্লিউ-১৪ নূরজাহান উক্ত ব্যাংকের একজন সদস্য। তাহার হিসাব নম্বর ৯৯২৪/২, কেন্দ্র ২১/ম । তাহার নামে ১৬,০০০/= টাকা ঋণ দেখানো হইয়াছে । কিন্তু সে কোন ঋণ গ্রহন করে নাই । কোন কাগজপত্রে স্বাক্ষর করে নাই । পরে জানিতে পারে জিয়াউল তাহার নামে ঋণ দেখাইয়া টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। পি.ডব্লিউ ১৫ লাভলী উক্ত গ্রামীন ব্যাংকের একজন সদস্য। তাহার হিসাব নম্বর ৪৬৭২, কেন্দ্র ৪৬/ম। তাহার নামে ৩,৮০০/= টাকা লোন দেখানো হইয়াছে। কিন্তু সে কোন টাকা নেয় নাই। আসামী জিয়াউল হক ভুয়া লোন দেখাইয়া উক্ত টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। পি.ডব্লিউ-১২ শফিউল আযম, এস.আই, কচুয়া থানা। গ্রামীন ব্যাংকের ব্যাবস্থাপক বাদী হইয়া আসামী জিয়াউল হক ও মোঃ মোশারফ হোসেন চৌধুরীর বিরুদ্ধে প্রতারনামূলকভাবে চেকের টাকা আত্মসাৎ করার মামলা করিলে তাহর উপর তদন্তভার অর্পন করা হয়। সে তদন্তকালে ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করতঃ ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র তৈরী করে। খসড়া মানচিত্র প্রদর্শণী-১২ এবং উহাতে তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শণী-১২/১ হিসাবে সনাক্ত করিয়াছে। পি.ডাব্লিউ ১৬

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		গোলাম দুর্নীতি দমন কমিশন কুমিল্লায় কর্মরত থাকাবস্থায় গ্রামীন ব্যাংক, গোহাট দক্ষিণ, কচুয়া, চাঁদপুর, কচুয়া থানায় দায়েরকৃত মামলা নং- ৯ তারিখ ১৫-৫-২০০৯ইং তদন্তভার প্রাপ্ত হইয়া ঘটনাস্থলে যায় এবং জব্দ তালিকা তৈরী করে, ফৌজদারী কার্য বিধির ১৬১ ধারা মোতাবেক সাক্ষীদের জবানবন্দী রেকর্ড করে। জব্দ তালিকায় তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী ২/৪ হিসাবে প্রমান করে। আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিক ভাবে প্রামানিত হওয়ায় সাক্ষ্য সারক দাখিল করিয়া বদলী জনিত কারনে অনাত্র চলিয়া গেলে উপ-সহকারী পরিচালক কাজী সামছুল আরেফীনকে রেকর্ড পত্র হস্তান্তর করে। পি.ডব্লিউ ১৭ কাজী সামছুল আরেফীন, উপ-সহকারী পরিদর্শক, দুর্নীতি দমন ব্যুরো সে তাহার জবানবন্দীতে বলিয়াছে যে, সে মামলার চার্জসীট দাখিল করিয়াছে। পি.ডব্লিউ-৬-১১/ পি.ডব্লিউ-১৩-১৫ গ্রামীণ ব্যাংক, গোহাট দক্ষিণ কচুয়া শাখার সদস্য। তাহাদের নামে ভুয়া ঋণ দেখাইয়া তাহাদের নামে চেক ইস্যু করিয়া ব্যাংকে জমা প্রদান করতঃ টাকা উত্তোলন করিয়া টাকা আত্নসাৎ করিয়াছে মর্মে তাহারা সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের নামে ইস্যুকৃত ঋণ সংক্রান্ত কাগজে তাহারা স্বাক্ষর করে নাই এবং তাহাদের কেহই টাকা গ্রহন করে নাই। তাহাদের নামে ঋণ দেখাইয়া ঋণের টাকা উত্তোলন করিয়া সমূদয় টাকা আসামীদ্বয় জালিয়াতির মাধ্যমে আত্নসাৎ করার অভিযোগ সমর্থনে তাহারা সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। আসামী জিয়াউল হক এবং মোঃ মোশারফ হোসেন চৌধুরী মোট ৭,৫৫,৬৭২/= টাকা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সদস্যদের নামে ঋণ বিতরন, ঋণ আদায় দেখাইয়া প্রতারনা মূলকভাবে ব্যাংকের টাকা আত্নসাৎ করার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হইয়াছে। ফলে আসামীদ্বয় দন্ড বিধির ৪০৮/৪২০ (যাহা দূর্নীতি দমন আইন, ২০০৪ এর তপছিল ভূক্ত) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছে। উপরোক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্যদ্বারা আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীভাবে প্রমানে সক্ষম হইয়াছে। ফলে আসামীদ্বয় উল্লেখিত ধারায় শাস্তি পাওয়ার যোগ্য । অতএব, *আদেশ হয় যে,* *আসামী মোঃ জিয়াউল হক (পলাতক) ও মোঃ মোশারফ হোসেন চৌধুরী (পালাতক) এর বিরুদ্ধে আনীত দন্ত বিধির ৪০৮ (যাহা দূর্নীতি দমন আইন, ২০০৪ এর তপছিল ভূক্ত) ধারার*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অভিযোগে দোষী সাব্যস্তক্রমে প্রত্যেকে ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড ও ৫,০০০/= (পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ২ (দুই) মাস কারাদন্ড এবং দন্ড বিধির ৪২০ (যাহা দুর্নীতি দমন আইন, ২০০৪ এর তপছিল ভূক্ত) ধারার অভিযোগে দোষী সাব্যস্তক্রমে প্রত্যেকে ৪ (চার) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড ও ৫,০০০/= (পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ২(দুই) মাস কারাদন্ড প্রদান করা হইল। উভয় সাজা একসঙ্গে চলিবে । আসামীদ্বয়ের হাজত বাসের সময়কাল তাহার শাস্তি ভোগ করিয়াছে গণ্যে উক্ত সময়কাল তাহাদের শাস্তির মেয়াদ হইতে বাদ যাইবে। *আসামী মোঃ জিয়াউল হক কর্তৃক আত্মসাৎ ৪,৪৮,৫০১/= টাকা এবং আসামী মোঃ মোশারফ হোসেন চৌধুরী কর্তৃক আত্মসাৎকৃত ৩,০৭,১৭১/=টাকা তাহাদের নিকট হইতে আদায়ের শর্তে গ্রামীণ ব্যাংক, গোহাট দক্ষিণ, কচুয়া শাখা, চাঁদপুর বরাবর বাজেয়াপ্ত করা হইল।* *পলাতক আসামী মোঃ জিয়াউল হক ও মোঃ মোশারফ হোসেন চৌধুরী প্রদত্ত শাস্তি ভোগ করিবার নিমিত্ত যে তারিখে স্বেচ্ছায় আদালতে হাজির হইবে অথবা পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইবে সেই তারিখ হইতে তাহাদের শাস্তির মেয়াদ শুরু হইবে।* *আদেশের কপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, চাঁদপুর ও পুলিশ সুপার, চাঁদপুর বরাবর প্রেরণ করা হউক।* *আমার কথামত টাইপকৃত ও সংশোধিত।* *স্বাক্ষর : অপাঠ্য (মোঃ মফিজুল ইসলাম) দায়রা জজ ও পদাধিকার বলে সিনিয়র স্পেশাল জজ, চাঁদপুর* *স্বাক্ষর : অপাঠ্য (মোঃ মফিজুল ইসলাম) দায়রা জজ ও পদাধিকার বলে সিনিয়র স্পেশাল জজ, চাঁদপুর*
		পি,ডব্লিউ-১ মোঃ শাহ আলম তার জবানবন্দিতে বলেছেন যে, বিগত ইংরেজী ২৩.০১.২০০৭ তারিখে গ্রামীন ব্যাংক গোহাট, কচুয়া শাখায় ম্যানেজার হিসেবে যোগদান করে আসামীদের উক্তরুপ টাকা ভুয়া ঋণ বিতরন, চেক জালিয়াতি, নগদ টাকা গ্রহন ব্যাংকে জমা না দিয়ে আত্মসাৎ করেছেন। উক্ত বিষয়ে অত্র আপীলকারী এবং আসামী মোঃ মোসারফ হোসেন চৌধুরীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করতঃ বিগত ইংরেজী ২৮.০১.২০০৭ এবং বিগত ইংরেজী ১৪.০৫.২০০৭ তারিখে কাজে যোগদানের নোটিশ প্রদান করলেও তারা কাজে যোগদান করেনি। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। এই সাক্ষী তার দাখিল এজাহার প্রদর্শনী-১ এবং উহাতে তার

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সাক্ষ্য প্রদর্শনী-১/১ হিসাবে প্রমান করেন। জব্দ তালিকা প্রদর্শনী-২ এবং উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-২/১ হিসেবে প্রমান করেন। গ্রামীন ব্যাংক কচুয়া গোহাট শাখায় ১৭/ম কেন্দ্রে ২১.০৬.২০০৬, ১৩.০৯.২০০৬, ১২.১০.২০০৬, ১৭.০১.২০০৭ ইং তারিখের ৪টি মুল দলিল দাখিল করেছে প্রদর্শন-৩ সিরিজ। একই ব্যাংকের ৪৪/ম কেন্দ্রের ১৩.০৯.২০০৬, ১২.০৯.২০০৬ ০১.১১.২০০৬ তারিখের ৩টি দলিল দাখিল করেছেন প্রদর্শনী-৪ সিরিজ। একই ব্যাংকের ৩৯/ম শাখার ২৮.০৯.২০০৬ ইং তারিখের ঋণ বিতরনের মুল খতিয়ান দাখিল করিয়া প্রদর্শনী-৫। একই ব্যাংকের ৬৩/ম কেন্দের ০৫.১১.২০০৬ এবং ২৪.০৯.২০০৬ ইং তারিখের ঋণ বিতরনের মুল খতিয়ান দাখিল করিয়াছে। একই ব্যাংকের ৪৬/ম কেন্দ্রের ০৬.০৭.২০০৬ তারিখের ঋণ বিতরনের খতিয়ান দাখিল করিয়াছে প্রদর্শনী-৬ সিরিজ। একই ব্যাংকের ৪৬/ম কেন্দ্রের ফাহিমা গং দের ১৭টি ঋণ আদায়ের পাশ বই, ৫৩/ম কেন্দ্রের রহিমান একটি ঋর আদায়ের পাশ বহি দাখিল করিয়াছে প্রদর্শনী-৭ সিরিজ। একই ব্যাংকের ৫১/ম কেন্দ্রের সাহিদা গং দের ৪টি ঋণ আদায়ের ৫টি পাশ বই দাখিল করিয়াছে প্রদর্শনী-৮ সিরিজ। একই ব্যাংকের ৪২/ম কেন্দ্রের রহিমা ও রেখার ২টি ঋণ আদায়ের পাশ বই দাখিল করিয়াছে প্রদর্শনী-৯ সিরিজ। একই ব্যাংকে আলেয়া ও রেখার ২টি পাশ বই দাখিল করিয়াছে প্রদর্শনী-১০ সিরিজ। ১৭/৪ কেন্দ্রের ০১.১১.২০০৬ হইতে ২৭.১২.২০০৬ইং পর্যন্ত ঋণ আদায়ের খাতা দাখিল করিয়াছে। ১৭/ম কেন্দ্রের ০৩.০১.২০০৭ ইং হইতে ২৮.০২.২০০৭ই পর্যন্ত ঋণ আদায়ের সীট পাতা দাখিল করিয়াছে প্রদর্শনী-১১ সিরিজ। পি,ডব্লিউ-২, নিরঞ্জন শীল, পি,ডব্লিউ-৩ মোঃ বশিরুল আলম পি,ডব্লিউ-১ এর বক্তব্য সমর্থন করে সাক্ষ্য প্রদান করেন। পি,ডব্লিউ-৫ সঞ্জয় মজুমদার পি,ডব্লিউ-৬ পুস্পরানী, পি,ডব্লিউ-৭ পেয়ারা বেগম, পি,ডব্লিউ-৮ পারভীন, পি,ডব্লিউ-৯ মাকসুদা, পি,ডব্লিউ-১০ রওশন আরা, পি,ডব্লিউ-১১ হালিমা, পি,ডব্লিউ-১৩ রেখা, পি,ডব্লিউ-১৪ নুরজাহান, পি,ডব্লিউ-১৫ লাভলী পি,ডব্লিউ-১ এর বক্তব্য সমর্থন করেন। পি,ডব্লিউ-১২ শফিউল আজম এস,আই কচুয়া থানা মামলার তদন্ত করেন এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতঃ খসড়া মানচিত্র তৈরী করেন খসড়া মানচিত্র তৈরী করেন। পি,ডব্লিউ-১৬ গোলাম মোস্তফা, দুর্নীতি দমন কমিশন চাদপুর কচুয়া থানায় দায়েরকৃত মামলা নং ৯ তারিখ ১৫.০৫.২০০৯ তদন্ত প্রাপ্ত হয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারা মোতাবেক সাক্ষীদের জবানবন্দী রেকর্ড করেন এবং আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানিত পেয়ে বদলী হয়ে গেলে অন্য উপ-পরিচালক কাজী সামছুল আরেফিন রেকর্ড হস্তান্তর করেন। পি,ডব্লিউ-১৭ কাজী সামছুল আরেফিন অভিযোগপত্র দাখিল করেন। উপরোক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় এটি প্রতীয়মান যে, আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রসিকিউশন পক্ষ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে সক্ষম হয়েছে। আপীলটি না-মঞ্জুরযোগ্য। **অতএব, আদেশ হয় অত্র আপীলটি না-মঞ্জুর করা হল।** বিজ্ঞ দায়রা জজ এবং পদাধিকার বলে সিনিয়র বিশেষ জজ, চাঁদপুর কর্তৃক বিশেষ

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মামলা নং ০৪/২০১০-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৬.০৬.২০১৪ তারিখে তারিখের প্রদত্ত রায় ও আদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হল। আপীলকারী মোহাম্মদ জিয়াউল হক-কে অত্র আদালত কর্তৃক বিগত ইংরেজী ২৯.০৫.২০১৭ তারিখের জামিন আদেশটি এতদ্বারা বাতিল করা হল। অত্র রায় ও আদেশ সহ নথী প্রাপ্তির পরবর্তী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে আপীলকারীকে আত্মসমর্পনের নির্দেশ প্রদান করা হল। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ